[redacted]

[redacted]

দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চায় আবদুল মাজেদ।

কারা সূত্র বলছে, প্রাণভিক্ষার আবেদন রাষ্ট্রপতি বাতিল করে দেয়ার পর সেই চিঠিটি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছে। কারাবিধি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতে শবেবরাতের কারণে ফাঁসি কার্যকর হয়নি। সূত্র-যুগান্তর

প্রস্তত ফাঁসির মঞ্চ, যে কোন সময় কার্যকর মাজেদের ফাঁসি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মাজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কারাগারে গিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

জল্লাদ শাহজাহানের নেতৃত্বে মো: আবুল, তরিকুল ও সোহেলসহ ১০ জনের জল্লাদের একটি দল তৈরি করেছে ঢাকা জেল কর্তৃপক্ষ। ফাঁসির মঞ্চও প্রস্তুত রয়েছে। তবে এখনো চূড়ান্ত নির্দেশনা না আসায় আজ ফাঁসি হবে কি হবে না এ নিয়ে দোটানায় আছে জেল কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার সন্ধ্যায় এ খবর নিশ্চিত করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের (কেরানীগঞ্জ) জেলার মাহবুবুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আমরা কারাগারের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত আছে। জল্লাদের তালিকা করেছি। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে চূড়ান্ত নির্দেশনা সেটি এখনো পায়নি। তাই ফাঁসি কার্যকর করার জন্য যাদের উপস্থিত থাকতে হয় এমন কাউকেও অফিশিয়ালি চিঠি পাঠানো হয়নি। নির্দেশনা পেলে যেকোনো মুহূর্তে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হবে। সূত্র- বার্তা২৪.কম

সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সাধারণ ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে। এর আগে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটির ঘোষণা থাকলেও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আরও ৯ দিন ছুটি বাড়িয়েছে সরকার।

আজ শুক্রবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, আগামী ২৪ ও ২৫ সাপ্তাহিক ছুটি। তাই আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত সরকারি ছুটি বলবৎ থাকবে।

এর আগে প্রথম দফায় ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করেছিল সরকার। তৃতীয় দফায় ১২ ও ১৩ এপ্রিল ছুটি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আর পরদিন পয়লা বৈশাখের ছুটি। এবার নতুন করে ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত করা হয়েছে।

সূত্র-আমাদের সময়

‘দেশের বাইরে আটকে পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হবে’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছেন, যখনই পরিস্থিতি তৈরি হবে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকা পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনবে। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকে

তিনি এ কথা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা আটকা পড়ে আছেন। খুব শিগগিররই তাদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। তবে, যারা পাশের দেশ ভারতে আটকা পড়েছেন তাদের এখনই ফেরত আনা সম্ভব না। কারণ সেখানে লকডাউন চলছে, ১৪ এপ্রিলের পরে সেখানে লকডাউন শেষ হবে।

এর আগে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছিল যে ২,৫০০ বাংলাদেশি নাগরিক বর্তমানে ভারতে আটকা পড়েছে।

সংকট মোকাবেলায় বিদেশী মিশনগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ কাজে তাদের যেকোনো ধরনের সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে।

আজ বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বৈঠক নিয়ে মোমেন বলেন, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাংলাদেশ মিশন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য ঢাকার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশকে চিঠি পাঠাবে সরকার।

চিঠিগুলোতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। মোমেন বলেন, তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুর্ভোগ হ্রাস করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ ছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু দেশ আমাদের দেশে কোভিড-১৯ এর মোকাবেলার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ও সরঞ্জামাদি পাঠিয়ে সহযোগিতা করতে চায় বৈঠকে সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এর আগে রবিবার অপর এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মালদ্বীপের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের চার থেকে পাঁচটি দেশ জানিয়েছে পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ এর কারণে সেখানে অনেক বাংলাদেশী কর্মী বেকার হয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, এই দেশগুলো মূলত তাদের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

করেছে। তারা বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানা। সূত্র- ইত্তেফাক

খালেদা জিয়ার হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ, পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে চলছে চিকিৎসা

শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তির পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্ধারিত ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়েছে। তবে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত তিনি ‘হোম কোয়ারেইনটাইনেই’ থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে এখন সারা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশেও এখন লকডাউনের মতো অবস্থা হয়ে গেছে-এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শতভাগ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সেখানে তিনি নিরাপদে আছেন।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, যখন এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে তখনই পরবর্তী অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করবো।

তিনি বলেন, ম্যাডাম যথেষ্ট অসুস্থ, এখনো তার শারীরিক অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। আমাদের দাবি ছিল দেশের বাইরে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটার অনুমতি নেই। আর করোনার কারণে দেশের এখন যে সার্বিক অবস্থা তাতে সব ডাক্তার ঠিতমতো সার্ভিস দিতে পারছেন না। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা যতটুকু পারছেন চিকিৎসা দিচ্ছেন।

একটা মূল বিষয় ছিল যে, তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া- আমাদের দাবিটা ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা বলেছেন যে, দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না।’

এদিকে বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় বেগম জিয়ার চিকিৎসা চলছে। তিনি লন্ডন থেকে চিকিৎসার সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করছেন বলেও জানান ডা. জাহিদ।

গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ৬ মাস সাজা স্থগিত রেখে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। ওইদিন বিকেল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজায় অবস্থান করছেন।

বিডি প্রতিদিন

বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার

আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করার কাজ চলছে। আগামী ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এটি প্রস্তুত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক।

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় মহাখালীর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের মিলনায়তনে ‘করোনাভাইরাস সংক্রান্ত’ অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে নিজ বাস ভবন থেকে যুক্ত হয়ে তিনি এ তথ্য জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের সদিচ্ছার কারণেই তাদের কনভেনশন সিটিতে ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

এর আগে, করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ৫ হাজার শয্যার হাসপাতাল করার ঘোষণা দেয় দেশের বৃহত্তম এ শিল্পগোষ্ঠী। হাসপাতাল তৈরির কাজ চলমান।

উল্লেখ্য, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ জনে। আর নতুন করে

আক্রান্ত হয়েছেন ১১২ জন। মোট আক্রান্ত ৩৩০জন।
বিডি-প্রতিদিন

কাজ না করলেও শতভাগ বেতন পাবেন সিঙ্গাপুরের বাংলাদেশি শ্রমিকরা

সিঙ্গাপুরে ‘সার্কিটব্রেকার কর্মসূচি’র আওতায় সিঙ্গাপুরে সব ধরনের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতনসহ আনুষঙ্গিক সুবিধা বহাল রাখা হয়েছে। তাছাড়া সকল শ্রমিককে বিনা মূল্যে খাবার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষনান বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ফোনে আলাপকালে এসব কথা বলেন। সূত্র- যুগান্তর

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, সিঙ্গাপুরে ১৪৮১ জন করোয়ায় আক্রান্তের মধ্যে ২৪৪ জন বাংলাদেশি। আরও বেশকিছু সংখ্যক বাংলাদেশিকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তাদের চিকিৎসাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানে সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সিঙ্গাপুর।

এসময় আরো জানানো হয়, সিঙ্গাপুরে প্রথম আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই এখন সুস্থ। গুরুতর অসুস্থ একজনের অবস্থারও উন্নতি হয়েছে।

করোনায় আরো একজনের মৃত্যু,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] ([redacted]-[redacted]) [redacted]

[redacted]

[redacted] (Mycobacterium tuberculosis) [redacted]

[redacted]

[redacted]

এলাকা থেকে গ্রেফতারের পর মাজেদকে সেখানেই রাখা হয়েছে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

কুষ্টিয়ায় ফুডপান্ডাকে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ফুডপান্ডাকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বুধবার রাতে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ে একটি ভ্রাম্যমান মিনি চাইনিজে এ অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ সাদাত।

তিনি জানান, সরকারি আদেশ অমান্য করে শহরের ছয় রাস্তা মোড়ে একটি ভ্রাম্যমাণ মিনি চাইনিজ খোলা রেখে খাবার তৈরি ও ফুডপাণ্ডার মাধ্যমে সরবরাহ করছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে গিয়ে আমরা দেখতে পায়, সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করা হচ্ছিলো। রং কেমিক্যাল, পোড়া তেল দিয়ে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করছিলো। এবং সেগুলো কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করার কথা ছিলো।

পরে এসব অপরাধ স্বীকার করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ফুডপান্ডা প্রতিষ্ঠানের একজনকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

এসময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।